বিরতি চিহ্নের ব্যবহার ২৬

সংজ্ঞা ঃ বাক্যের বিভিন্ন ভাব সার্থক প্রকাশের জন্য কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির তারতম্য বোঝাতে বর্ণেব অতিরিক্ত যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলে বিরতি চিহ্ন। এগুলোকে ভাষা চিহ্নও বলা হয়। বিরতি চিহ্ন কথার অর্থ—যে-চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময় জিভের কাজের বিরাম বা বিরতি নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালভাবে বোঝানোব জন্য উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিতে হয়। লেখার সময়ও বাক্যের মধ্যে বিরতি বুঝিয়ে তা দেখানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলোই বিরতি চিহ্ন, যতি চিহ্ন, ছেদ চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন বা ভাষা চিহ্ন। কথা বলার সময় একটানা কথা বলা যায় না, মাঝে মাঝে প্রয়োজনবোধে থামতে হয়। তেমনি লেখার সময়ও থামার প্রয়োজন আছে। লেখার সময় বিরতি চিহ্ন তথা দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি নির্দেশিত না হলে কোথায় থামতে হবে তা বোঝা যায় না, ফলে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয়। তাই লেখার সময় উপযুক্ত বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। কথা বলার সময় ক্ষণবিরাম বা নানা সুরের প্রতীক হল বিরাম চিহ্ন।

বাক্যের ব্যবহৃত পদগুচ্ছকে অর্থবহ করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্রম অনুসরণ করা হয়। বাক্যের পদগুলোকে নির্দিষ্ট ছক বা রীতি অনুযায়ী সাজিয়ে তোলাই তার কাজ। পদের বিন্যাসের সাথে থাকে পদসঙ্গতি। বাক্যের পদগুলোর মধ্যে ভাবের পারম্পর্য বা সঙ্গতি রক্ষা করাই পদসঙ্গতির কাজ। তাদের লক্ষ্য বাক্যকে অর্থবহ করা। এক্ষেত্রে বাক্যের বক্তা বা লেখকের নির্দিষ্ট অর্থলক্ষ্যকে সোজাসুজি শ্রোতা বা পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়াই ছেদ বা যতিচিহ্ন বা বিরাম চিহ্নের কাজ।

কবিতা বা গদ্যের বাক্য বা বাক্যাংশ এক শ্বাসে উচ্চারণ করা চলে না। আবার এক সাথে উচ্চারণ করার ইচ্ছা করা হলে তা অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কথা বলার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা এবং অর্থবোধের সৌন্দর্যের জন্য জিভকে মাঝে মাঝে খানিকটা বিশ্রাম দিতে হয়। কথা বলার বেলায় সময় সচেতন হয়ে কোথায় থামতে হবে তা জানতে হবে। কারণ বিরতি ও গতি বাক্যের প্রাণ। ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য নানারকম চিহ্নের ব্যবহার করতে হয়। সেসবই বিরতি চিহ্ন।

বিরতি চিহ্নগুলো হল ঃ কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, প্রশ্ন চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন, কোলন, কোলন-ড্যাস, ড্যাস, হাইফেন, উদ্ধৃতি চিহ্ন, লোপ চিহ্ন, বন্ধনী চিহ্ন, বর্জন চিহ্ন, বিন্দু ইত্যাদি।

একটি ছকে বিরতি চিহ্নগুলোর পরিচয় দেওয়া হল ঃ

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি প্রতিশব্দ	আকার	বিরতির সময়
১	কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলার জন্য সময়
২	সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
৩	দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	এক সেকেন্ড
৪	প্রশ্ন চিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	ঐ
৫	বিস্ময় চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of Exclamation	!	ঐ
৬	কোলন	ছেদ বা দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	ঃ	ঐ

ক্রমিক	ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি প্রতিশব্দ	আকার	বিরতির সময়
৭	কোলন-ড্যাশ	ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Colon dash	ঃ—	এক সেকেন্ড
৮	ড্যাশ	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন বা রেখা চিহ্ন	Dash	—	ঐ
৯	হাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন পদযোজক চিহ্ন	Hyphen	-	বিরতি নেই
১০	উদ্ধৃতি চিহ্ন	উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted commas Quotation Mark	" " ' '	এক সেকেণ্ড
১১	লোপ চিহ্ন	ইলেক চিহ্ন	Apostrophe	’	বিরতি নেই
১২	বন্ধনী চিহ্ন	বন্ধনী চিহ্ন	Brackets	( ), [ ]	ঐ
১৩	বর্জন চিহ্ন	বর্জন চিহ্ন	Asterisk	... বা ***	
১৪	বিন্দু চিহ্ন	বিন্দু	Full Stop	.	

এসব বিরতি চিহ্ন যথাযথ স্থানে ব্যবহার করা হলে বাক্যের অর্থ বোঝা যায়। আর এসব চিহ্ন ব্যবহার না করলে বাক্যগুচ্ছ অর্থহীন পদগুচ্ছ হয়ে ওঠে। যেমন—

বিরতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি এমন একটি অংশ ঃ

এক যে ছিল পাখি সে ছিল মূর্খ সে গান গাহিত শাস্ত্র পড়িত না লাফাইত উড়িতে জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে রাজা বলিলেন এমন পাখি তো কাজে লাগে না অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায় মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন পাখিটাকে শিক্ষা দাও।

অংশটিতে বিরতি চিহ্নের ব্যবহারের ফলে তা অর্থবহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ঃ

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।' মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

আবার ভুলভাবে বিরতি চিহ্ন স্থাপন করা হলে লেখকের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পাঠকের কাছে পৌঁছায় না। যেমন—

আমরা সবাই বসে খাচ্ছিলাম একটি কুকুর। এল ঝড়ের বেগে এক বন্ধু। দেখে ছুটে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেলেন বাবা। ঠিক সেই সময়ে অফিস থেকে ফিরছেন বাড়ির বেড়ালটা। তাঁকে দেখে দিল দৌড়।

এই অংশটুকুতে সঠিক বিরতি ব্যবহার করলে এর প্রকৃত অর্থ বোঝা যাবে। যেমন ঃ

আমরা সবাই বসে খাচ্ছিলাম। একটি কুকুর এল ঝড়ের বেগে। এক বন্ধু দেখে ছুটে পালাতে গিয়ে ডিগবাজি খেলেন। বাবা ঠিক সেই সময়ে অফিস থেকে ফিরছেন। বাড়ির বেড়ালটা তাঁকে দেখে দিল দৌড়।

কোন কিছু পড়ার সময় বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা উচ্চারিত হয় না, এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত ছোট বা বড় এক একটি অর্থবিভাগকে এক প্রযত্নে পাঠ করতে হয়। তাই তাদের ফাঁকে ফাঁকে কি ধরনের বিশ্রাম নিতে হবে তা বোঝাবার জন্য এসেছে বিরতি চিহ্নের বৈচিত্র্য। ছোট বা বড় অর্থবিভাগগুলো বোঝাতে নানারকম বিরতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেবল এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (।।)— এই দুটি বিরতি চিহ্নের ব্যবহার হত। যেমন ঃ প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় চারণের শেষে দুই দাঁড়ি ব্যবহারের ছিল নিয়ম। বাংলা প্রাচীন পুঁথিতে শব্দগুলো থাকত একত্রে। যেমন ঃ সীতাহারাআমিযেনমণিহারাফণী।

প্রাচীন যুগের চর্যাপদে ঃ

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥

অথবা মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমের লেখায় ঃ

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যাএ ॥

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উৎপত্তি হলে এই এক দাঁড়ি (।) বিরতি চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্য সকল বিরতি চিহ্ন এসেছে ইংরেজি সাহিত্য থেকে। বাংলা মুদ্রণের প্রথম কাজ শুরু হয় ইংরেজদের হাতে। গদ্য রচনাকে পাঠযোগ্য করে তুলতে তাঁরা ইংরেজি বিরামচিহ্ন কাজে লাগালেন। সেজন্য ইংরেজি নামই বিরতি চিহ্নের পরিচয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিককার রচনায় বিরতি চিহ্নের ব্যবহার তেমন ছিল না। যেমন ঃ

উইলিয়াম কেরির রচনা ঃ

কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া কাতর হইলেন নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যে প্রথম বিরতি চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার করেন। যেমন ঃ

বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে ; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না, এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। কোনও কোনও বালক এমন হতভাগ্য যে, সর্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভালবাসে ; পরিশ্রম করিতে হইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস এবং বড় হইয়া ধনোপার্জন, কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং যাবজ্জীবন ক্লেশ পায়, এবং চিরকাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

বিদ্যাসাগরই প্রথম বারের মত বাংলা গদ্যের অন্তর্লীন ধ্বনিস্পন্দনটি ধরতে পেরেছিলেন এবং বিরতি চিহ্নের যথার্থ ব্যবহারে বাংলা গদ্যের ওজস্বিতা বৃদ্ধি করেছেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন লেখকের হাতে রচনারীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যতি ছেদ বা বিরতি চিহ্নের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটেছে।

বিরতি চিহ্নকে দুভাগে ফেলা যায়। ১. প্রান্তিক অর্থাৎ বাক্য যেখানে শেষ হয়। যেমন ঃ দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন ইত্যাদি। ২. বাক্যান্তর্গত অর্থাৎ যেখানে বাক্য শেষ হয় না। যেমন ঃ কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাস, হাইফেন ইত্যাদি।

বিরতি চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম

১. কমা (,)

লিখতে গিয়ে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য মাত্র বিরামের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত নিয়মিত যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সে-ই কমা (,)। এখানে 'এক' উচ্চারণ করার সমান সময় লাগে। অল্প বিরাম বোঝাতে এই কমার ব্যবহার ঃ

১. বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের মধ্যবর্তী একটি বা একাধিক কমা ব্যবহার করে এক জাতীয় পদকে পৃথক করা হয়। কমা বসে দুই বা ততোধিক পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশে। যেমন ঃ

বিশেষ্য পদ ঃ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার—এঁরা বাংলা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছেন।

বিশেষণ পদ ঃ ভদ্রতা, নম্রতা, সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটবে ছাত্রজীবনে।

সর্বনাম পদ ঃ তুমি, আমি, সে অর্থাৎ আমরা তিনজন যাব।

অব্যয় পদ ঃ না, না, না, একথা আমি মানব না।

ক্রিয়া পদ ঃ এলাম, দেখলাম, জয় করলাম।

২. এক জাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা প্রয়োগে তাদের আলাদা করতে হয়। যেমন ঃ

সে ক্লাসে ঢুকল, বই নিল, ব্যাগে রাখল, তারপর বেরিয়ে গেল।

৩. একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি থাকলে তাদের মধ্যে কমা বসে। যেমন ঃ

'আমি কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিব রে পরাণ ঢালি।'

৪. একই পদের বারবার ব্যবহারে মাঝে কমা বসে। যেমন ঃ আমি কলেজে যাব, যাব, যাব।

৫. একটি বিশেষ্যের স্পষ্টতর পরিচয়ের জন্য তুল্যভাবে পাশাপাশি অন্য বিশেষ্য পদ স্থাপিত হলে সেই অন্য বিশেষ্য পদের পূর্বে ও পরে কমা বসে। যেমন ঃ

মওলানা ভাসানী, সংগ্রামী জননেতা, স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৬. সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন ঃ

ছাত্ররা, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

আমি বলছি, মেয়েরা, কথা বলো না।

৭. হ্যাঁ, না, বস্তুত, প্রথমত, দ্বিতীয়ত ইত্যাদি অব্যয়ের পরে কমা বসে। যেমন ঃ

হ্যাঁ, আমি তোমাকে ডেকেছি।

প্রথমত, বইটা পড়বে।

৮. ঠিকানা লিখতে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

সৌরভ, ১৩/১, বর্ধন বাড়ি, মীরপুর, ঢাকা—১২১৮।

গ্রাম ঃ রসুলপুর, ডাকঘর ঃ গফরগাঁও, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।

৯. নামের শেষে ডিগ্রি থাকলে কমা বসে। যেমন ঃ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ., পি-এইচ. ডি.

১০. উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন ঃ

আমি বললাম, "আমি ভাল আছি।"

১১. ভাবান্তরমূলক বাক্যাংশের পর কমা দিতে হয়। যেমন ঃ

আমার মনে হয়, সে আসবে।

১২. বাক্যে প্রক্ষিপ্ত পদগুচ্ছ থাকলে কমা বসে। যেমন ঃ

রানা, এদিক ওদিক তাকিয়ে, নিচু স্বরে কথাটা বলল।

১৩. জটিল বা যৌগিক বাক্যের ছোট ছোট বাক্যকে কমা দিয়ে আলাদা দেখানো হয়। যেমন ঃ
লোকটি গরিব, কিন্তু সৎ।

১৪. তারিখ লিখতে কমা বসে। যেমন ঃ
১লা বৈশাখ, ১৪০০ সাল।

১৫. বড় রাশিতে হাজার, লক্ষ ইত্যাদিকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য কমা বসে। যেমন ঃ ১২,০৩,১৭,৫৭০।

২. সেমিকোলন (;)

মনোভাব প্রকাশের বেলায় একট ভাব একটি মাত্র বাক্যে শেষ হয়ে সন্নিহিত ভাবের নতুন বাক্য শুরু করতে চাইলে একটু বেশি থামতে হয়। অর্থাৎ একাধিক বাক্যের মধ্যে অর্থের নিকট-সম্বন্ধ থাকলে বাক্যগুলোকে একটু বেশি থামার চিহ্ন দিয়ে ভাগ করতে হয়। এর জন্য সেমিকোলন বসে। সেমিকোলনের বিরামের অনুপাত কমার দ্বিগুণ।

সেমিকোলন ব্যবহৃত হয় ঃ

১. দুটি বা তিনটি বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
আগে পাঠ্য বই পড়া ; পরে গল্প উপন্যাস।

২. সেজন্য, তবু, তথাপি, তারপর, সুতরাং ইত্যাদি যে সব অব্যয় বৈপরীত্য বা অনুমান প্রকাশ করে তাদের আগে বা দুটি সন্নিহিত হলে সেমিকোলন বসে। যেমন ঃ

সে ফেল করেছে ; সেজন্য সে মুখ দেখায় না। মনোযোগ দিয়ে পড় ; তাহলেই পাশ করবে।

৩. যে সব বাক্যে ভাবসাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন ঃ
দিনটা ভাল নয় ; মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে।

৪. ছোট ছোট বিতর্কিত অংশ নির্দেশ করার জন্য সেমিকোলন বসে। যেমন ঃ
মেয়েটি, যে প্রথম হয়েছে, একটি পুরস্কার পেয়েছে ; এবার আশা করা যায়, সে আরও ভাল করবে।

৩. দাঁড়ি (।)

বাক্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেলে দাঁড়ি বসে। বাক্যের সমাপ্তি এবং নতুন বাক্যের সূচনার নির্দেশ করে দাঁড়ি। দীর্ঘতম বিরতির প্রতিরূপ হয় দাঁড়ি। যেখানে একটি পূর্ণবাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয় সেখানেই দাঁড়ি বসে। যেমন ঃ সে বই পড়ে।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

আজকাল বিরতি চিহ্ন হিসেবে দুই দাঁড়ির (॥) প্রচলন নেই। তবে এর অন্য ধরনের ব্যবহার আছে যেমন ঃ সৌরভ ॥ মাসিক পত্রিকা ॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ জুলাই ॥ '৯৮।

৪. প্রশ্ন চিহ্ন (?)

১. সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
তোমার নাম কি ?

২. কণ্ঠস্বরে প্রশ্নবোধক ভাব থাকলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
হাস্য ? হাস্য শুধু আমার সখা ?

৩. সন্দেহ বা ব্যঙ্গ বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন ঃ
এটা তোমার বই ? ঠিক তো ?
তিনি ১৯৭১ (?) সালে জন্মগ্রহণ করেন।
এমন বুদ্ধিমান (?) আর দেখিনি।
অবশ্য ধ্বনির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

'তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথায় যাচ্ছে।' এই বাক্যে সে কোথায় যাচ্ছের পরে প্রশ্ন চিহ্ন (?) ব্যবহার করলে ভুল হবে।

৫. বিস্ময় চিহ্ন (!)

১. যে পদে বা বাক্যে বিস্ময়, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, আবেগ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, সে সব পদ বা বাক্যের শেষে বিস্ময় চিহ্ন বসে। যেমন ঃ

আহা ! কি সুন্দর ফুল !
বাহ ! কি চমৎকার মেধা !
মরি মরি ! কি অপূর্ব রূপ।
কী ভয়ঙ্কর সে ঝড়ের রাত !

২. ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি বোঝাতে হলে সম্বোধন পদের পরে বিস্ময় চিহ্ন বসে। যেমন ঃ
মহারাজ ! আজ্ঞা করুন।

৩. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্নচিহ্নের বদলে শুধু ! চিহ্ন চলে। যেমন ঃ
তার হৃদয় কি দিয়ে গড়া !

৬. উদ্ধৃতি চিহ্ন ("—")

১. অন্যের লেখা অবিকল উদ্ধৃতি অথবা উক্তির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বা উক্তির শুরুতে ও শেষে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।"
সে বলল, "আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ব।"

২. উদ্ধৃতি বা উক্তির মধ্যে অন্য উদ্ধৃতি বা উক্তি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ
শিক্ষক বললেন, "কখনও বলবে না, 'পারব না'।"

৩. কোনও বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা গ্রন্থের নাম লিখতে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে। যেমন—
'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'মিষ্টি', এক সময় তা ছিল 'সংবাদ'।
'আরেক ফাল্গুন' জহির রায়হানের উপন্যাস।
আজকাল দুটি উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত না হয়ে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন ('—') ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৭. কোলন (ঃ)

১. বাক্যে কোনও প্রসঙ্গ অবতারণার আগে কোলন বসে। যেমন ঃ
শপথ নিলাম ঃ পাশ করবই।

২. কোনও বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ
পদ পাঁচ প্রকার ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৩. ও, রা, এবং—এসব অব্যয় ব্যবহার না করে কোলন ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ
বাংলা নাটক ঃ উৎস ও ধারা।

৪. কোন উদ্ধৃতির আগে কোলন বসে। যেমন ঃ
কবি বলেছেন ঃ বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি।
এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি।

৮. ড্যাশ (—)

১. বাক্যের গঠনে আকস্মিক পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

সে বলল—হায় ! আমার কি হল।

কহিলা কমলা সতী কমলনয়না,—

"হায়, সখী, বীরশূন্য এবে লঙ্কাপুরী।"

২. বাক্যের মধ্যে উদ্ধৃতি, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি যুক্ত করার প্রয়োজনে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

আমি সব পেয়েছি—বাড়ি, গাড়ি, মানসম্মান।

৩. ছড়ানো ব্যক্তি বা বিষয়গুলোকে বাক্যের আরম্ভে গুচ্ছিত করতে ড্যাশ বসে। যেমন ঃ

ধন জন মান—সবই চলে গেল।

৪. বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণ সম্পর্কহীন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সংযুক্ত করার জন্য ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

সত্যি—একটুও বাড়িয়ে বলছি না—আমি তেমন পড়িনি।

৫. ইতস্তত বা দ্বিধা প্রকাশে ড্যাশ বসে। যেমন ঃ

আমি—আমি—পরীক্ষায় ভাল করিনি।

৬. স্বরকে প্রলম্বিত দেখাবার জন্য এ চিহ্ন চলে। যেমন ঃ

রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠেছে, রবি বাবু—উ—উ—উ

৭. উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে ড্যাশ বসতে পারে। যেমন ঃ

মা বললেন— দেখো ছেলের কাণ্ড।

৮. উক্তি-প্রত্যুক্তি বোঝানোর জন্য ড্যাশ বসতে পারে। যেমন ঃ

— কোথায় যাচ্ছিস ?

—কলেজে।

৯. হাইফেন (-)

১. দুই শব্দের সংযোগ বা বিশ্লেষণ দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। এটি সমাসবদ্ধ পদের যোগচিহ্ন হিসেবেও কাজ করে। যেমন ঃ

ভাই-বোন, মা-বাপ,

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা।

২. লেখায় এক পংক্তির শেষে একটি সম্পূর্ণ শব্দ বসানোর স্থানাভাব হলে শব্দের প্রথমাংশ বসিয়ে একটি হাইফেন দিয়ে সে পংক্তি শেষ করতে হয়, বাকি অংশ বসে পরের পংক্তির শুরুতে। যেমন ঃ

বনে বনে কত পাখি। তাদের কল-কাকলিতে মুখর সন্ধ্যা বেলা।

১০. লোপ চিহ্ন (ʼ—)

লোপ চিহ্ন বা ইলেক চিহ্ন আকারে কমার মত, কিন্তু তার স্থান বর্ণের ওপরের অংশে।

শব্দের একটি অংশ, বর্ণ বা অক্ষর বাদ দেওয়া হয়েছে বোঝাতে লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
হইতে—হ'তে, ওপরে—'পরে

তবে লোপ চিহ্ন ব্যবহারের রীতি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। যেখানে লোপ চিহ্ন ব্যবহার না করলে অর্থ বোঝার সমস্যা হতে পারে সেখানে এখনও তা ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

১২. বন্ধনী চিহ্ন [{ ( ) }]

সাহিত্যে সাধারণত প্রথম ( ) ও তৃতীয় [ ] বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

১. সম্পর্কশূন্য পদ বা পদগুচ্ছ বাক্যে যুক্ত করতে দুটি বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ
নাও (বইটা হাতে দিয়ে) পড়।

২. ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য বন্ধনী চিহ্ন বসে। যেমন ঃ
(বিরক্ত সুরে) কি সব বলছ ? (প্রস্থান)

৩. নাটকে সংলাপের সঙ্গে ক্রিয়া নির্দেশের জন্য বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
সেনাপতি ॥ অচিরেই দর্পচূর্ণ করব (পদাঘাত)।
রানী ॥ একি হল ? (পতন ও মূর্ছা)

১৩. বর্জন চিহ্ন (···· বা ***)

উদ্ধৃতির মধ্যে কিছু ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়া নির্দেশ করার জন্য বর্জন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ
"এখন ভালয় ভালয় কাজটা .... ।"
আমরা ..... বাড়ি ফিরলাম।

১৪. বিন্দু (·)

বিন্দু (·) চিহ্ন ইংরেজিতে ছেদ চিহ্ন, কিন্তু বাংলায় নয়। কোন শব্দ সংক্ষেপ করে লিখলে ইংরেজি বিন্দু দেওয়া হয়। বাংলাতেও এই রীতি প্রচলিত হয়েছে। যেমন ঃ
বিশেষ্য— বি. , বিশেষণ— বিণ., ডক্টর > ড.

১৩. বিকল্প চিহ্ন (/)

একটির বিকল্পে অন্যটাও হতে পারে তা বোঝানোর জন্য বিকল্প চিহ্ন (/) ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

চিঠিতে সম্বোধনের বেলায় ঃ মহোদয়/ মহোদয়া, আবেদন পত্রের সঙ্গে ১০০ টাকার মানি অর্ডার/পোস্টাল অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট।

মৌলিক রচনা প্রবন্ধ / গল্প / কবিতা / নাটক।

কবিতার ছত্র বিভাগ বোঝানোর জন্য ঃ

ছিপখান তিন দাঁড় / তিন জন মাল্লা।

বিরতি-চিহ্নের বিবর্তন

বিরতি চিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টিকে ইংরেজিতে বলে Punctuation। এর মূল গ্রীক শব্দ Punctus—যার অর্থ বিন্দু। এই বিন্দু ব্যবহৃত হত হিব্রু ভাষার লিপিতে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সংকেত হিসেবে। পরের দিকে Vowel আর Point প্রায় সমার্থক হয়ে Vowel-point কথাটির সৃষ্টি হয়। এই Point ১৫ শতকে period of full stop হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কমা, কোলন, হাইফেন শব্দগুলো ছেদ বা অঙ্গচ্ছেদবাচক। 'ড্যাস' কথাটিতে আছে হঠাৎ সরে যাওয়ার ইঙ্গিত। অন্যান্য চিহ্নগুলো এসেছে অনেক পরে। কিছু চিহ্ন স্বরলিপি চিহ্নের পরিবর্তিত রূপ, যাদের তাৎপর্যও কালক্রমে বদলে গেছে। গ্রীক-ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতে সেমিকোলন (;) ছিল প্রশ্নাত্মক। আজ তা অন্য অর্থ বহন করে। বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (।।) ছাড়ও 01, 011, 010, 0110 ইত্যাদি চিহ্ন ছিল বিরতির প্রতীক হিসেবে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পংক্তিপূরক হিসেবে '— ' ড্যাশের ব্যবহার ছিল। এই '— ' চিহ্ন হ্রস্ব-দীর্ঘ হত পংক্তি পূরণের প্রয়োজনে। ত্রিবিন্দুর (∴) প্রচলনও ছিল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে।

বিরতিচিহ্ন ব্যবহারে আছে অরাজকতা। এ বিষয়ে কেউ অতি কৃপণ, কেউ বা দিলদরিয়া, কেউ বা বেপরোয়া। তবে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে সমতা থাকা উচিত। এক এক লেখকের লেখার স্টাইলের সঙ্গে বিরতি চিহ্নের সম্পর্ক থাকে বলে এর ব্যবহার এক রকম করা যাবে না। আজকাল লেখায় বিরতিচিহ্ন বেশ কমে এসেছে। আধুনিক কবিতায় বিরতি চিহ্ন খুবই কম দেখা যায়। নতুন মুদ্রণ ব্যবস্থায় বিরতি চিহ্নের কোন কোনটি বাদ যাচ্ছে।

লেখার মত কথা বলায়ও বিরতির প্রয়োজন পড়ে। বক্তাদের স্বরভঙ্গির বিশেষ আদলে তা বোঝানোর চেষ্টা হয়। এখনকার দিনে বক্তৃতার সময় উদ্ধৃতির আগে quote আর উদ্ধৃতি শেষ হবার পর unquote কথাটা অনেকে ব্যবহার করেন। একই শব্দে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ দু'টি, দু-টি, দুটি। এমন হয় বলে চিহ্ন ব্যবহারের প্রবণতা কমে গেছে। কেউ কেউ পরিণতিদ্যোতক চিহ্ন > , পূর্ববর্তী রূপদ্যোতক চিহ্ন < , তুল্যতাদ্যোতক চিহ্ন = (সমান চিহ্ন) ইত্যাদি চিহ্নকে যতিচ্ছেদ বা বিরতি চিহ্ন পর্যায়ে আলোচনায় স্থান দেন। তারকা চিহ্ন (*) কোন ছেদচিহ্ন নয়। এসব চিহ্নের অনেকগুলো ধ্বনিনিরপেক্ষ। এর ব্যবহার অনেক রকম। দৃষ্টি আকর্ষণকারী চিহ্ন হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

বিরতি চিহ্ন বসানোর নমুনা

বিরতি চিহ্নের প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন থাকলে কোন কিছু পড়া ও বোঝা সহজ হয়। সেজন্য বিরতি চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু চর্চা করা প্রয়োজন। নিচে কয়েকটি বিরতি চিহ্নহীন অংশে বিরাম চিহ্ন বসানোর নমুনা দেওয়া হল।

১. রে পথিক রে পাষাণ হৃদয় পথিক কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ এ শিরে হায় এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি ?

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

রে পথিক ! রে পাষাণ হৃদয় পথিক ! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ ? এ শিরে হায়— ' এ খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি ?

২. এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ।

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ।

৩. চুঙ্গিওলা শুধালে ওই টিনটার ভিতর কি সুইটস ওটা খুলুন সে কি করে হয় ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

চুঙ্গিওলা শুধালে, ওই টিনটার ভিতর কি ?

ঃ সুইটস।

ঃ ওটা খুলুন।

ঃ সে কি করে হয় ? ওটা আমি নিয়ে যাব লন্ডনে। খুললে বরবাদ হয়ে যাবে যে।

৪. আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না তাহার সে ঝুলি নাই তাহার সে লম্বা চুল নাই তাহার শরীরে পূর্বের মত সে তেজ নাই অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম কহিলাম রহমত কবে আসিলি

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, কিরে রহমত, কবে আসিলি ?

৫. দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি খাইতে পাইলে কে চোর হয় দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি ? খাইতে পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।

৬. আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে আমি আজ তাঁহাদেরই দলে যাঁহারা কর্মী নন ধ্যানী যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া ধর্ম দিয়া তাঁহারা মহৎ কিন্তু সেই মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র নহেন

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন—ধ্যানী। যাঁহারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, ধর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ ; কিন্তু সেই মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নহেন।

৭. একটা বচন আছে মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার বৈরাগ্য ইত্যাদি মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

একটা বচন আছে, 'মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক।' এ মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার, বৈরাগ্য ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে সংযম শিক্ষা না করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। এক লাফে কে গাছের আগায় উঠিতে পারে ?

৮. এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না মা গলা বাড়াইয়া বলিলেন তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস হৈম বলিল আমার বাবাতো কখনোই মিথ্যা বলেন না

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

এবার হৈম ইশারার মানে বুঝিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল, "বাবা এমন কথা কখনোই বলিতে পারেন না।"

মা গলা বাড়াইয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে চাস।"

হৈম বলিল, "আমার বাবাতো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"

৯. তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যাবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি সেজ দাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই ওপরে He is down তিনি হন নিচে তখনও বি এ ডি ব্যাড এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌছায়নি

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যাবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজ দাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই ওপরে, He is down তিনি হন নিচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড, এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌছায়নি।

১০. ভ্রাতঃ আমি ঠকাইতে আসি নাই তুমি ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে এখন একি কথা এক মুখে দুই কথা কেন ভাই

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

"ভ্রাতঃ ! আমি ঠকাইতে আসি নাই। তুমি ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন একি কথা—এক মুখে দুই কথা কেন ভাই ?"

১১. সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল কহিল আপনার বহুত দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে আমাকে পয়সা দিবেন না বাবু তোমার যেমন একটি লড়কী আছে তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খুকীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি আমি তো সওদা করিতে আসি না

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, 'আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খুকীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।'

১২. মজিদ উঠে আসে ভিতরে ভাবে ঝড় থামুক কারণ আর দেরি নয় ওধারেও মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে সুবেহ সাদেক

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

মজিদ উঠে আসে ভিতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারেও মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ সাদেক।

১৩. তাহেরের বাপ এধার ওধার তাকায় অস্থির অস্থির করে একবার ভাবে বসে তা তার দিলে কিছুই নাই তার দিল সাফ

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, তা তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ।

১৪. দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয় হয়ত মহাপুরুষ কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয় দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালবাসায় আঘাত আছে বিদ্রোহ আছে যে দেশকে ভালবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না সে দরকার হলে আঘাতও করবে প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে বিদ্রোহ করবে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

দেশকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয়, হয়ত মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়। দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।

১৫. আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই এমন কি এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি এই বিশ্বাসে যে সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই। এমন কি, এ ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই ; এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে।

১৬. এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস উতল করে তুলো না তোমাদের সুরের কান্নায় এদের আর্ত আত্মা আরো কাতর আরো ঘুম আর্দ্র হয়ে উঠল যে এ সুর তোমাদের থামাও আঘাত আন হিংসা আন যুদ্ধ আন এদের একবার জাগাও কান্না কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

এই অলস জাতিকে তোমাদের সুরের অশ্রুতে আরো অলস-উতল করে তুলো না। তোমাদের সুরের কান্নায় এদের আর্ত আত্মা আরো কাতর, আরো ঘুম-আর্দ্র হয়ে উঠল যে ! এ সুর তোমাদের থামাও। আঘাত আন, হিংসা আন, যুদ্ধ আন, এদের একবার জাগাও, কান্না কাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না।

১৭. তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই সুখ দুঃখের অভাব মাত্র আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায় তাহাতেই বা কি দেখা যায় বল সুখও আছে দুঃখও আছে কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই দুঃখের তীব্রতা আছে সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে দুঃখ যত থাকে তত বাড়ে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই ? সুখ দুঃখের অভাব মাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায় ? বল, সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই। দুঃখের তীব্রতা আছে। সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে, দুঃখ যত থাকে তত বাড়ে।

১৮. আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই বৃদ্ধ কহিল একটিমাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ তাহা তোমাকে বলিতেছি কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয় বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই ?'

বৃদ্ধ কহিল, 'একটিমাত্র উপায় আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্বে ওই গুলবাগের একটি ইরানী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয় বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।'

১৯. আজরের স্ত্রী খড়গহস্তে রোষ ভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন দেখিতেছিস ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম দেখিতেছিস তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি পরপর আঘাতের স্পষ্টত তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে পামর নিকটে আয় চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

আজরের স্ত্রী খড়গহস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন,"দেখিতেছিস ! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস ? তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি, পরপর আঘাতের স্পষ্টত তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

২০. মনে মনে বলিলাম হে ঢেউ সম্রাট তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌছিতে অন্তত আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারে

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ সম্রাট ! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই ; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌছিতে অন্তত আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারে।

২১. বালিকা বলিল হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি আমি বলিলাম কিছুমাত্র না কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না না আমি ত রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ঃ

বালিকা বলিল, "হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না ?"

"না' আমি ত রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই।"

অনুশীলনী

১. যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

বন্ধুগণ দয়া করিয়া আমার কথা শুনুন আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন কেন উঠুন মনে সাহস সঞ্চয় করুন তারপর কাজে লাগিয়া যান

২. প্রয়োজনীয় বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

অদূরে লাল পলাশ ফুলের পানে চেয়ে সে মিষ্টি কণ্ঠে হেসে বললে আসতে তুমি এত দেরি করলে কেন বলোতো সেই কবে থেকে কেবল আসছো আসছো বলছো আচ্ছা তুমি অমন কেন যেদিন আমাকে বলে লেখ ঠিক সে দিনই আসতে পারো না

৩. নিম্নের অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি তারা শৃঙ্খলা জানে শাসন মেনে চলে কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে তা স্পষ্ট রাজদ্রোহ একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে আশ্চর্য

৪. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন আর ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্য কিছু ছিল না ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন এক বেলায় ভাল করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত সকল দিন আবার তাও মিলত না

৫. নিম্নের অনুচ্ছেদটিতে যথাযথ বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

বলিলাম কখনো যদি আসোনি বাবা তবে আমার ওপরই বা এত প্রসন্ন হলে কেন কাউকে জিজ্ঞাসা কর না যে গঙ্গামাটি আর কত দূরে উত্তরে সে কহিল এই দেশে লোক আছে নাকি নেই

৬. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

সেই রুটির দোকানে আসতেন সেখানকার দারোগা কাজী রফিজউদ্দিন এর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামে নজরুলকে দেখে তাঁর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ জানতে পেরে তাঁর গান বাজনা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন

৭. নিচের অনুচ্ছেদটিতে যথাযথ বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

ভালুক চলে গেলে প্রথম বন্ধু নেমে এসে জিজ্ঞেস করল ভাই ও তোমার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে কি বলল জেনে কি হবে দ্বিতীয় বন্ধু বলল

৮. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে যথাস্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

এ লাঞ্ছনা আমার ললাটলিপি যতদিন বেঁচে আছি সইতেই হবে কিন্তু ভাল কথা যারা বলেন রসিক বলে যাঁরা খ্যাত তাঁরা অন্য এক রকমের লাঞ্ছনায় বন্ধুদের নির্যাতিত করেন সেটা সহ্য করা শক্ত

৯. যথাযথ বিরাম চিহ্ন স্থাপন কর ঃ

আবার রাজবাড়িতে হাসি শোনা গেল আবার লোকজনে পুরী গমগম করতে লাগল নহবত খানায় নহবত বসল মন্ত্রী কোটাল পাত্র মিত্র যারা পালিয়ে বেঁচে ছিলেন সবাই ফিরে এলেন হাতিশালে হাতি এল ঘোড়াশালে ঘোড়া এল গোয়াল ভরা গরু এল আবার বাগানে ফুল ফুটল পাখি গাইল

১০. যথাযথ বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

ইন্দ্র খুশী হইয়া বলিল এইত চাই কিন্তু আস্তে ভাই ব্যাটারা ভারি পাজি আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না আর টের পেলেই বা কি ধরা কি মুখের কথা দ্যাখ শ্রীকান্ত কিছু ভয় নেই বেটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেলল বলে আর পালাবার জো নেই তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যত দূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হল।

১১. যথাযথ বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

আমিনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল তখন যে বললে বড় ক্ষিদে পেয়েছে তখন হয়ত জ্বর ছিল না তাহলে তুলে রেখে দি সাঁঝের বেলা খেয়ো গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে।

১২. উপযুক্ত স্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

বলিলাম বসলে চলবে না একবার খবর দিতেই হবে বলিয়া পা বাড়াইবামাত্র তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন ওরে বাপরে আমি একলা থাকতে পারব না

১৩. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

আমি অবহেলার অপমানের আমি সুন্দর নই আমি বীভৎস আমি বুকে নিতে পারি না আমি আঘাত করি আমি মঙ্গলের নই আমি মৃত্যুর আমি হাসির নই আমি অভিশাপের

১৪. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

অনেকের অভিযোগ বিধাতা কেন আদমকে অবাধ্য হতে দিলেন আহাম্মকের কথা খোদা যখন তাঁকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছিলেন তখন তাঁকে নির্বাচনের স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন কারণ বিচার মানেই বাছাই তা না হলে ত নকল আদম হত

১৫. প্রয়োজনীয় বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

সমুদ্র আমি তোমাকে আদেশ করছি যে আমরা যেখানে বসে আছি তোমার ঢেউ যেন সে জায়গা ভিজিয়ে না দেয় কিন্তু সমুদ্র শুনল না

১৬. উপযুক্ত বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

আমি ত বড় বেওকুফ একটি পয়সা দিলেই যে ভিক্ষুক চলিয়া যায় এ বুদ্ধিটা এতক্ষণ আমার মাথায় গজায় নাই আমার চাকরকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া তাহার কানে কানে ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিতে বলিলাম ভিক্ষুক পয়সা লইল না আনি দু আনি না সিকি না আধুলি না টাকাও না উপায় কি

১৭. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী কোনও একজনের কৃত অপরাধের জন্য অন্যকে অর্থাৎ তাহার জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা গোত্রকে দায়ী করা চলিবে না উহা অন্যায় ও অবৈধ জানিবে কোনও খোঁড়া ক্রীতদাসও যদি নিজ নিজ যোগ্যতাবশত জনগণের সমর্থন লাভ করিয়া আমিরের পদলাভ করে তবে সকলে তাহাকে সর্বতোভাবে মানিয়া চলিবে কোনও কুল মর্যাদার প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না

১৮. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

আমি অন্তত অনুবাদকে দুধের বদলে ঘোল বলে ভাবতে পারি না আমার মনে হয় সেটাও একটা সৃষ্টিকর্ম তারও জন্য চাই প্রেরণা যার উৎপত্তি স্থান মূল কবির প্রতি প্রেম আর কখনও বা তার সঙ্গে একাত্মবোধ তাতেও আছে সেই আনন্দ বা সত্যিকার নিজস্ব কিছু লেখার সময় প্রাপ্ত হই আমরা আর সেটাও বিস্তর খাটিয়ে নেয় আমাদের ব্যবহার করে আমাদের সব বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিনিবেশ

১৯. বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

আমি কহিলাম আমি বলিতেছিলাম যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ।

২০. নিম্নের গদ্যাংশে যথোপযুক্ত ছেদ বা যতিচিহ্ন সন্নিবেশ কর ঃ

একদেশে এক রাজা ছিলেন তাঁর নাম হবুচন্দ্র আর তাঁর যে মন্ত্রী ছিলেন তাঁর নাম গবুচন্দ্র রাজা বুদ্ধির জালা আর মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধির তালগাছ দুজনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকে না রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধিতে রাজ্যে অবিচার হইবার যো নাই রাজা হো হো করিয়া হাসেন মন্ত্রী খো খো করিয়া কাশেন দিনের বেলায় ঘুমান রাত্রি হইলে দুজনে যত বুদ্ধি আঁটেন হো হো হা হা দুজনের বুদ্ধি দেখিয়া দুজনে বাহা বাহা করেন।

২১. নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে যথাযোগ্য বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয়কি মহীতে